যুগান্তর

তারিখ 18 MAR 2007

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাবি'র প্রবাসী ১০৯ শিক্ষক কালো তালিকাভুক্ত

দেশে ফিরিয়ে এনে পাওনা আদায়ের উদ্যোগ

মুশতাক আহমদ

অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থানকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৯ শিক্ষককে কালো তালিকাভুক্ত করেছে রাজস্ব অডিট অধিদফতর। তাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ব্যাকশনে নেমেছেন তারা। সংশ্লিষ্টরা আমেরিকা, কানাডাসহ ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিগত শতকের বিভিন্ন সময়ে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছেন। কিন্তু এরপর আর দেশে ফিরে আসেননি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ৩৪ বছর পর্যন্ত বিদেশে অবস্থান করছেন। 'শিক্ষা ছুটি বিধি' লংঘন করে তারা শুধু বিদেশে অবস্থানই করছেন না, উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেয়া ধার এবং আনুষঙ্গিক পাওনাও তারা ফেরত দেননি। এই ১০৯ জনের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা প্রায় ২ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কালো তালিকাভুক্ত এসব শিক্ষকের ব্যাপারে প্রতিবেদন তৈরি করে সরকার এদের দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা নেবে। একই সঙ্গে আদায় করা হবে পাওনা। এ লক্ষ্যে বর্তমানে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।

'শিক্ষাঋণ গ্রহণকারী ও ছুটিখেলাপি' এসব শিক্ষককে নিয়ে যুগান্তর ২০০৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ও ২৫ মার্চ যথাক্রমে 'উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়ে ফিরে না আসা ১১০ শিক্ষকের কাছে ঢাবির পাওনা ২ কোটি টাকা' এবং 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেক শিক্ষকই পাঠদানের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই রিপোর্টে ১১০ শিক্ষকের নাম প্রকাশের পাশাপাশি কার কাছে কত পাওনা এবং কে কোথায় কত বছর যাবত অবস্থান করছেন— তাও প্রকাশিত হয়েছিল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় রাজস্ব অডিট দফতর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত বছরের জুন মাসে শিক্ষা ঋণখেলাপি ও শিক্ষাছুটি বিধি লংঘনকারীদের ব্যাপারে কার্যক্রম শুরু হয়। রাজস্ব অধিদফতর তিনটি ধাপে ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম ২৪৮ জন শিক্ষককে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করে। গত বছরের ৫ অক্টোবর তৃতীয় ধাপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৯ শিক্ষকের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হয়। তালিকায় শিক্ষকের নাম ও পরিচিতি, বিদেশ গমনের তারিখ ও শর্ত অনুযায়ী মেয়াদ, দেশে ফেরার তারিখ, পাওনা, চুক্তি বিধি লংঘনের ধারা, তথ্য সংগ্রহের উৎস এবং মন্তব্য করা হয়েছে। সূত্র জানায়, স্থানীয় রাজস্ব অধিদফতরের পরিচালক-১ শিরিন সুলতানা ১২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এক পত্র প্রেরণ করেন। এতে ১০৯ শিক্ষকের তালিকাসহ অননুমোদিত অনুপস্থিতির ওপর ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকের ছুটিকালীন বেতন ভেল ও মূল বেতনের তথ্য তৈরি করে পত্র পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট করার নির্দেশ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ১৫ মার্চ পত্রটি রিসিভ করেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সংশ্লিষ্টদের প্রতিবেদন তৈরি হচ্ছে। দু'একদিনের মধ্যে তা পাঠানো হবে।

জানা গেছে, এই ১০৯ শিক্ষক শিক্ষা ছুটি বিধির

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

শিক্ষক কালো তালিকা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তিনটি প্রধান ধারা লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত। চুক্তি অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা শেষে ওই দেশের কাজে যোগদানই নয়, যোগদানের ছুটির সমপরিমাণ সময়কাল তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করা বাধ্যতামূলক। ছুটিকালীন গৃহীত বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য পাওনা সুদসহ এককালীন ফেরত দিতে হবে। কিন্তু এই ১০৯ শিক্ষক ছুটি শেষে যোগদান তো করেনই নি, তারা গৃহীত বেতন-ভাতাদিও ফেরত দেননি; যা শিক্ষা ছুটি বিধির ৪(৭) ধারার স্পষ্ট লংঘন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১০৯ শিক্ষকের মধ্যে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এম নুরুল হোসেনের '৭৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের কথা। ১৯৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তিনি কয়েক দফায় ৪ বছর ৭ মাসের ছুটি ভোগ করেন। তার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা ১ লাখ ১১ হাজার ৪৫১ টাকা। ফলিত রসায়নের প্রভাষক আজিজ আহমেদের ছুটি শেষে ১৯৮০ সালের ১ মে কাজে যোগদানের কথা। তার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা ১ লাখ ২ হাজার ৬২৭ টাকা। প্রাণরসায়নের মোঃ রহমতুল্লাহর কাছে ৬৯ হাজার ৭০ টাকা পাওনা। তার কাজে যোগদানের কথা ১৯৮১ সালের ১০ এপ্রিল। প্রাণরসায়ন বিভাগের মিসেস নাহিদ বানুর কাছে পাওনা ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৭৯০ টাকা। তার কাজে যোগদানের কথা ১ জানুয়ারি, ১৯৯৩। একই বিভাগের ড. শওকতুল্লাহর ছুটি শেষ হয়েছে ২৯ অক্টোবর, ১৯৯২। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ লাখ ৭৩ হাজার ২ টাকা ফেরত দিচ্ছেন না। মনোবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক তোফায়েল হোসেন চৌধুরীর ৩ সেপ্টেম্বর কাজে যোগদানের কথা। ৮৪ হাজার ৯১৩ টাকা পাওনা তার কাছে। ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের বিমল কান্তি পাল ১৯৭৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ৫ বছরের ছুটিতে গেছেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সালে তার কাজে যোগদানের কথা থাকলেও তিনি আসেননি।

কালো তালিকাভুক্ত অন্য শিক্ষকরা হলেন— মাহবুবুর রহমান (ফলিত রসায়ন, পাওনা ২,৪৭,০৫২ টাকা), ড. বদরুজ্জামান (ফলিত রসায়ন, পাওনা ২,৫৪,৭০২ টাকা), রফিকুল আলম (ফলিত রসায়ন, পাওনা ৬১,৪২৩ টাকা), তৌহিদ হাসান (ফলিত রসায়ন, পাওনা ৪,৪১০ টাকা), আবুল বাশার সরকার (ফলিত রসায়ন, পাওনা ৩,৪২,৭৮৫ টাকা), এসএম আবদুর রহমান (পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান, পাওনা ২,২৮,৬৩১ টাকা), মিসেস নুরজাহাত হোসেন (পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান, পাওনা ৮৪,৬০২ টাকা), ড. ফজলে রাব্বী (প্রাণরসায়ন, পাওনা ৭৪,৮৯২ টাকা), ড. সাহাবুদ্দিন (প্রাণরসায়ন, ৪০,২৩৭ টাকা), ড. শেখ আলম নূর-ই-কামাল (প্রাণরসায়ন, ৩,২৫,০৯৮ টাকা), একেএম জালালউদ্দিন ভূঞা (প্রাণরসায়ন, ১,২৬,৪৫৮ টাকা), ফাতেমা বেগম (প্রাণরসায়ন, ৩,৪৫,৫৮৭ টাকা), মিসেস মাসরুর রহমান (প্রাণরসায়ন, ৪,২০৫ টাকা), গোলাম মহি (প্রাণরসায়ন, ২,৫৬,৪৮৮ টাকা), ড. একেএম কামরুল হাসান (অণুজীব বিজ্ঞান, ৪,৮৩,৪১৮ টাকা), আবুল কালাম আজাদ (অণুজীব বিজ্ঞান, ২,০৭,১৯৫ টাকা), ড. আসকার হোসেন (অণুজীব বিজ্ঞান, ২,০০,১৮৫ টাকা), এসএএম আবদুল ওয়াদুদ (অণুজীব বিজ্ঞান, ১,৫০,০০৮ টাকা), মিসেস পারভীন আক্তার (অণুজীব, ৩,৪০,৩৯৪ টাকা), ফার্মেসি বিভাগের আবু তাহের মোঃ আনিসুজ্জামান (পাওনা ১,৪১,৩২২ টাকা), দেলোয়ার হোসেন (পাওনা ১,৩৩,৫৮৮ টাকা), ড. দীপক কান্তি চৌধুরী (পাওনা ২,৬৩,৪১৫ টাকা), রেজাউল হাসান মামুন (পাওনা ১,৩০,৯৪৬ – টাকা), মনোবিজ্ঞান বিভাগের ড. শফিক আরা শিরিন (পাওনা ৮৮,৩৬৯ টাকা), মিসেস মনফুসা শামস (পাওনা ১,২১,৮৫৬ টাকা), মিসেস শামসুন নেসার (পাওনা ২,৯৪,৯৯০ টাকা), এলিজা আহমেদ (পাওনা ৩,৮৯,৯৫৮ টাকা), ফার্মেসির ড. ফয়সল হাশিম (পাওনা ১,৫০,৫৩০ টাকা), ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের মাহবুব হাসান (পাওনা ৬০,৩১২ টাকা), ড. এসএম নুরুল আমীন (পাওনা ৪৬,৫০৫ টাকা), মিসেস মালিহা মঈন (পাওনা ২,৮৪,৩২১ টাকা), ভূতত্ত্ব বিভাগের এএমএস রফিকুল আলম খন্দকার (পাওনা ৩,০৫,৭১৬ টাকা), সৈয়দ রুহিউদ্দিন হোসেন (পাওনা ২,৩২,৩৮৭ টাকা), মাসুদ মোঃ সালাউদ্দিন (পাওনা ২,০৭,১৭৬ টাকা), অর্থনীতি বিভাগের মোহাম্মদ সেলিম (পাওনা ১,৯৫,০৬৪ টাকা), মিস জাহানারা বেগম (পাওনা ১,৪১,৬৯১ টাকা), ড. মনসুরুল আলম খান (পাওনা ২,৭৮,৩০৬ টাকা), মিস শাহীন আলম (পাওনা ৫,০৩৫ টাকা), মৌমী মোহসিন (পাওনা ১,৮১,৯৫৬ টাকা), ড. একেএম মাহবুব মোর্শেদ (পাওনা ২,৬৯,০০৯ টাকা), আইন বিভাগের শওকত আলম (পাওনা ৩,৯৮,৫৯৪ টাকা), মিসেস রুবাইয়াত পারীন (পাওনা ৮৮,৫৯৩ টাকা), বাংলার মোঃ সালাউদ্দিন (পাওনা ৩,১২,০২৫ টাকা), সাংবাদিকতা বিভাগের সেলিম আহমেদ (পাওনা ৮৩,৮৩৫ টাকা), ইংরেজির সুধীর শ্যামযেল চৌধুরী (পাওনা ১,৪৩,৮৯৮ টাকা), ফারজানা সুলতানা (পাওনা ৪,৭১,৫৮৯ টাকা), গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের আবুল ফজল মোঃ ফজলে রবীন (পাওনা ২,৩৪,৯৯৭ টাকা), গণিতের সাইফুল ইসলাম জামান (১,৫০,৭৩৩ টাকার মধ্যে ১ লাখ পরিশোধ করেছেন, পাওনা ৫৩,৭৩৩ টাকা), পরিসংখ্যানের ড. নাসিম কামাল ওয়াজেদ (পাওনা ২,৯৪,৬৯৭ টাকা), ড. আশরাফউদ্দিন আহমেদ (২,৬৬,৮৮২ টাকার মধ্যে ১ লাখ পরিশোধ, পাওনা ১,৬৮,৮৮২ টাকা)। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের কালো তালিকাভুক্ত অন্যরা হলেন— আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মিসেস সায়রা খান, মিস মুনা হোসেন, পরিসংখ্যানের ড. বোরহানউদ্দিন, বাবীবিল্লাহ, জালালউদ্দিন, হিসাববিজ্ঞানের মনসুর রহমান, ব্যবস্থাপনা বিভাগের মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মিসেস মঞ্জুশ্রী বণিক, ফিন্যান্সের মিস রাশেদা হুদা, মিস সাবিলা নার্গিস, পরিসংখ্যানের কাজী মেহবুব রহমান, ফিন্যান্সের আজহার আলী চৌধুরী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মিস শাহনাজ করিম, রসায়নের ড. আলমগীর হোসেন, ফলিত পদার্থের সাইদা জাকিয়া হোসেন, আদনান সিরাজ লস্কর, ফিন্যান্সের তাসলিমা উদ্দিন পারীন, আহমেদ নূর [illegible] আইবিএ'র আতাকুর রহমান, ফিন্যান্সের একে রফিকুল হাসান ভূঁইয়া, মৃত্তিকা বিজ্ঞানের ড. একেএম আনোয়ার হোসেন, সমাজবিজ্ঞানের কাউসার কিবরিয়া, ফিন্যান্সের আদিনা নুসরা আনোয়ার, ফলিত পদার্থের সাজ্জাদ হায়দার, হিসাববিজ্ঞানের রফিউদ্দিন আহমেদ, রসায়নের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ওমর ফারুক, ফজিলুর রহমান, সুবাস চন্দ্র বসু, চঞ্চল কুমার ঘোষ, আবুল খায়ের খান, মিসেস ফাতেমা খালিজা, পদার্থ বিজ্ঞানের ওয়াহিদুল ইসলাম, বাবুল আলম, সরওয়ার-ই-আলম, জিতেন্দ্রনাথ রায়, ফিরোজ আলী, আহসান জামিল, সেকান্দার চৌধুরী, ফলিত পদার্থের জহিরুল হক, হামিদ ইউসুফ খান, বজলুর রশীদ, একেএম আজাদ, শহীদুল ইসলাম খন্দকার, রসায়নের কামরুজ্জামান, আইবিএ'র রেজা মোঃ মোমেন, ড. সাবদুর রহমান, সৈয়দ মোহেল আলম, কম্পিউটার সায়েন্সের আশরাফুজ্জামান, পরিসংখ্যানের ড. মোসলেউদ্দিন, নুজহাত জাহান এবং পল্লীকল্যাণ গবেষণা ইন্সটিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক গামের আলী। এদের প্রত্যেকের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা সর্বনিম্ন ৬০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৪ লাখ টাকা।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তালিকা পাওয়ার কথা তিনি স্বীকার করেন।